সংবাদ

তারিখ 3 APR 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কনভেনশন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দের দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন ধরনের ছুটি ও পরীক্ষার কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলো বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৭৭ দিনই বন্ধ থাকে। খোলা থাকে গড়ে ৮৮ দিন। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে খোলা দিনগুলোতেও নিয়মিত ক্লাস হয় না। পরিণতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোর লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন আজ বিপন্ন।

স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল ও ক্লাস নির্মাণ, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলোতে সারাবছর ক্লাস চালু রাখাসহ ৮ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট আয়োজিত জাতীয় কনভেনশন-২০০৩ এর ঘোষনাপত্রে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। লিখিত ঘোষণাপত্রে বলা হয়, জনবল কাঠামো অনুযায়ী অনার্স রয়েছে এমন বিভাগে ৭ জন এবং অনার্স-মাস্টার্স রয়েছে এমন বিভাগে ১২ জন শিক্ষক থাকার বিধান আছে; কিন্তু বাস্তবে দু'একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে নামি-দামী কলেজেও নির্ধারিত সংখ্যক পদ নেই। আবার বিভিন্ন কলেজে সৃষ্ট

ছাত্রফ্রন্ট ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

ছাত্রফ্রন্ট ঃ কনভেনশন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

স্বল্পসংখ্যক পদও বছরের পর বছর পূরণ করা হয়নি। এ সঙ্কট মোকাবিলায় অনেক কলেজ অতিথি শিক্ষকের মাধ্যমে কিছু ক্লাস চালু রাখার চেষ্টা করে থাকে। যার বেতন-ভাতার পুরোটা ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এ কারণে প্রাইভেট পড়ে সিলেবাস শেষ করা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কোন গত্যন্তর থাকে না।

কনভেনশন থেকে সরকারের প্রতি স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল, ক্লাসরুম নির্মাণসহ ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানানো হয়।

পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী জাতীয় কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নূরুল ইসলাম। কনভেনশনের পুরো অনুষ্ঠানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। বিকেলের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক নির্মল সেন, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাতীয় গণফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, সাংবাদিক আতাউস সামাদ ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষাবিদগণ।

এর আগে সকালে বর্তমান ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ, ভারত ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অরগানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায়, ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি সাব্বাহ আলী খান কলিন্স, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর হাসান ইমাম রুবেল, জাসদ ছাত্রলীগের করিম শিকদার প্রমুখ। কনভেনশন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক খোকন দাস।

জাতীয় কনভেনশনে ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সারাদেশ থেকে আগত প্রায় ১০ হাজার নেতা-কর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি যুক্তাঙ্গন হয়ে পুনরায় পল্টন গিয়ে শেষ হয়। কনভেনশনে মঙ্গলবার ইডেন কলেজে ছাত্রফ্রন্টের নেত্রীদের ওপর ছাত্রদলের নেত্রীদের হামলার নিন্দা জানানো হয়।